দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 01 MAR 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪ ...

21

শিক্ষা সংস্কারের বিরোধিতা প্রসঙ্গে

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ

কেম্ব্রিজের ইসলামিক একাডেমী ফারমিংটন ইনস্টিটিউটের মত ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় শিক্ষাক্রমের অনুশীলন পদ্ধতির উপর পুস্তক তৈরী করেছে। তাই যারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করার অর্থ খুঁজতে অক্ষম তাদেরকে প্রথমত : যে বিলেতের তারা এত ভক্ত সেই বিলেতের বিখ্যাত শিক্ষাবিদদের রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং দ্বিতীয়ত : বিলেতের বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করতে বলছি এবং তৃতীয়ত : ফারমিংটন ইনস্টিটিউটের প্রকাশিত পুস্তিকাগুলি অনুধাবন করতে বলছি। চতুর্থত : কেম্ব্রিজের ইসলামিক একাডেমী প্রকাশিত Science Education and Religious values পুস্তকটির কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই। যদি এই সংস্কার বিরোধীদের বিরোধিতা শুধুমাত্র অজ্ঞতাপ্রসূত হয় তাহলে আশা করি তাদের বিরোধী মনোবৃত্তি পরিবর্তিত হয়ে তারাও শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের পুরোভাগে অংশগ্রহণ করবেন।

দ্বিতীয় আরেকটি দল বিরোধিতা করছে ঈর্ষাবশে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমরা দেখেছি ইসলামের খেদমত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দল। অথচ প্রতিটি দল চায় যে, একমাত্র তারাই ইসলামের খেদমত করবে, অন্যদল যেন না করতে পারে। সুতরাং আল্লাহর হুকুম তারা অমান্য করছেন কারণ আল্লাহ বলেছেন– "ওয়া'তাসেমু বিহাবলিল্লাহে জমিআন ওয়ালা তাফাররাকু"। (সমবেতভাবে আল্লাহর রশি জাপটে ধর এবং পরস্পরে পরস্পরে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করো না)। সুতরাং তাদের সকলকে শুধু আহবান দিতে পারি তোমরাই নেতৃত্ব নাও কিন্তু প্রথমত : বুঝে নাও কি ব্যাপারে নেতৃত্ব নিচ্ছ এবং কিভাবে নেতৃত্ব দিতে হবে এবং কোন্ দিকে। এখনও তারাই ব্যাংগাত্মক সমালোচনা করা পছন্দ করে এমন সমস্ত অজ্ঞ লোকের উদাহরণ দিয়ে যারা সমালোচনার যোগ্য নয়– যেমন যারা বলে চাঁদে যাওয়া সম্ভব নয় ইত্যাদি। এবং এই ধরনের ব্যাংগ করতে যেয়ে তারাই আবার ব্যাঙ্গোক্তির খোরাক হয়ে পড়েন, কারণ তারা হয়ত জানেন না যে, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিরাট মতবিরোধ আছে আর প্রতিনিয়ত নতুন নতুন থিওরীর অবতারণা হচ্ছে। সেই সংগে সংগে বহু বৈজ্ঞানিক যেমন ইউরোপে এবং ইংল্যাণ্ডে 'গ্রীন'পার্টির কাজ করে যাচ্ছেন। তারা প্রাকৃতিক 'একোলজি'(Ecology) সম্বন্ধে বলতে যেয়ে বলছেন যে, বিজ্ঞান যে টেকনোলজির জন্ম দিয়েছে তা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আনার উপক্রম করেছে। কোরআন শরীফে আল্লাহ শয়তানের কথা আমাদেরকে জানিয়েছেন– সে বলছে, 'আমি তোমাকেই দেখাব যে তোমার এই বান্দারা কিভাবে তোমারই রচিত প্রাকৃতিক আইন-কানুন ভেঙ্গেচুরে নতুন নিয়ম বানানোর চেষ্টা করে।' গ্রীন পার্টির সংগে একমত 'এনভায়রনমেন্ট স্ট্যাডিজ'(Environment Studies) দলেরা। তারা প্রাকৃতিক নিয়ম ভংগ করার পক্ষপাতী নয়। বিজ্ঞান এবং টেকনোলজির শিক্ষার এই দিকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে যারা শুধু শিক্ষা এবং গবেষণার মধ্যে সবকিছুকেই সমর্থন করেন তারা এক অর্থে মানবতা বিরোধী। তারা সামনের কিছুটা দেখতে পারেন এবং তাতে মানুষের সাময়িক স্বার্থসিদ্ধি হবে বুঝতে পারেন কিন্তু দূরদর্শিতার অভাববশতঃ তারা বুঝতেই পারেন না যে, অচিরেই প্রাকৃতিক কোন দুর্যোগ হতে পারে। এখন পাশ্চাত্যে অধিকাংশ গভর্মেন্টই এ ব্যাপারে সজাগ হয়েছেন বলে 'গ্রীন' পার্টির মতবাদকে স্বীকার করে নিচ্ছেন। ওজন লেয়ারে ফুটো হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাই সকলকে সাবধান করে দিয়েছে। আমরা তাই বিজ্ঞান শিক্ষা পদ্ধতিতে কোরআনের সেই সাবধান বাণীর কথাটাই অনুসরণ করে প্রাকৃতিক (Ecology) একোলজির ভাঙচুর করাটা যে অন্যায় তাই দেখাতে চাই। যদি তারা এসব পড়া সত্বেও আমাদের সংগে হাত না মিলিয়ে আমাদের বিরোধিতা করে মিথ্যা প্রচার করে যে, আমরা বিজ্ঞান বিরোধী এবং সউদী গভর্মেন্টকে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলে যে, তারা বিজ্ঞান বিরোধী আন্দোলন চালানেওয়ালাদের সাহায্য করছে তাহলে বলতে হবে যে, এরা শুধু ঈর্ষার বশে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা করছেন।

এই দলটিই ঈর্ষাবশে আরো একটি কাজ করছেন, যা শিক্ষিত সমাজকেও বিভ্রান্ত করতে পারে। তারা শিক্ষার সংস্কার আন্দোলনটাকে খেলো করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে প্রচার করা শুরু করেছেন যে, এরা ইংরেজি শিক্ষারই বিরুদ্ধে এরা ঊনবিংশ শতাব্দীর উলেমাদের মত ইংরেজি পড়াতেও চায় না। একথা এরা ভালমতই জানেন যে, এই শিক্ষার সংস্কারে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সকলেই অতি আধুনিক উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর পদে অধিষ্ঠিত। তারা এই ধরনের বোকামী করবেন কেন? আসল উদ্দেশ্য হল সংস্কার বিরোধীরা দেখাতে চান যে, আমরা বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধী এবং আমরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়েছি। এ পলিসি হচ্ছে, হিটলারের দক্ষিণ হাত গোয়েবলস-এর যে বলত যে, 'মিথ্যা কথা বার বার বলতে থাক লোকেরা এক সময় না এক সময় সেটাকেই সত্যি কথা বলে মানবে।' অর্থাৎ ঈর্ষা তাদেরকে সত্য ভ্রষ্ট করেছে এবং ইচ্ছে করে শিক্ষার সংস্কার আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য তারা মিথ্যা প্রচার করা শুরু করে দিয়েছেন।

তৃতীয় যে দলটি শিক্ষার সংস্কার বিরোধী তারা প্রকাশ্যভাবে সেকুলারিস্ট মনোভাবাপন্ন। তাদেরকে আমি সম্মান করি কারণ তারা পড়াশুনা করে তাদের মতবাদকে মেনে চলছেন এবং রাখঢাক করছেন না। তাদের আপত্তির পিছনে অনেক প্রকার যুক্তি আছে, যার উত্তর দিলে হয়ত এদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের বিভ্রান্তি বুঝতে পারবেন এবং হয়ত আমাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন। তাদেরকে অনুরোধ করছি আমাদের বক্তব্যগুলি ভালমত পাঠ করা এবং তাদের যদি কিছু বক্তব্য থাকে সেগুলি লিখে বা অন্যভাবে জানাতে যাতে আমরা ঘরোয়াভাবে তার সমাধা করতে পারি।